[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পদক এমএ খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন।

এসময় গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুনসহ সরকারি সকল দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ,গাংনী প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম,মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারি,বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে দোয়া পরিচালানা করেন উপজেলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন।

মেহেরপুরে ডা. বিপুল কুমারের নামে আদালতে মামলা

মেহেরপুর এ্যাপোলো নার্সিং হোমের স্বতাধিকারী ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভুল অপরেশন অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১ আগষ্ট মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ আমলী আদালতে ২৬৯/৩২৬/৩০৭ ও ৫০৬(২) পেনাল কোড ১৮৬০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মোতাহার আলীর ছেলে আলতাব হোসেন।

ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

আলতাব হোসেন তার আবেদনে বলেন, গত ১৪/০৬/২২ ইং তারিখে তার সন্তান সম্ভাবা বোন মোছা: সামসুন্নাহার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে যান।

তাকে দেখে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। ওই সময় এ্যাপেলো নার্সিং হোমের এক অপরচিত লোক (দালাল) ফুঁসলিয়ে এ্যাপোলো নার্সিং হোমে ভর্তি করেন।

সেখানে ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিজারিয়ান অপারেশন করার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শে ডা. বিপুল কুমারের তত্বাবধানে ওই নার্সিং হোমেই সিজারিয়ান অপারেশন করেন তিনি। অপারেশন করে পেট থেকে বাচ্চা বের করে আনেন।

ওই সময় তারা তাড়াহুড়ো করে ছুরি কাঁচি দিয়ে অপরেশন করতে গিয়ে প্রসাবের নাড়িটি কেটে ফেলে। পরে সেভাবেই পেট সেলাই করে দেন। পরে আমার বোন পানি খেলেই তা বের হয়ে যায়।

বিষয়টি ডা. বিপুল কুমারের স্বরণাপন্ন হলে ভুল চিকিৎসার জন্য ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সিজারের যাবতীয় টাকা ফেরৎ প্রদানসহ তার চিকিৎসার সব দায়ীত্ব বহন করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এর মধ্যে রোগীকে নতুন করে চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিবারের প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। বোনের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিষয়টি জানার পরেও সে এখন আর কোনো প্রকার দায়িত্ব নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

ডা. বিপুল কুমারের অদক্ষতা ও অবহেলায় বোন মোছা: সামসুন্নাহার এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। তার কাছে বিষয়টি জানালে সে এখন মামলা না করার জন্য হুমকী দিচ্ছেন।

এ ব্যাপারে ডা.বিপুল কুমার মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, প্রায় তিন মাস আগে ওই নামে একজন রোগীর অপারেশন হয়েছে। তবে, প্রসাবনালী কেটে গেছে কিনা আমার জানা নেই।

তারপরেও আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাতে পারবো। তার নামে মামলা হয়েছে কিনা সেটাও জানেনা বলে জানান ডা. বিপুল কুমার।

স্কুলের জমিতে মসজিদ কমিটি

নিয়ে তদন্ত করলেন উপ-পরিচালক

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক এ এস এম আব্দুল খালেক মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি সরেজমিনে তদন্ত করেছেন।

রবিবার (৭ আগষ্ট) দুপুরের দিকে সরেজমিনে তদন্ত ও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মসজিদের কথিত কমিটির সদস্যদের সাথে কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এসময় মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সালেহ উদ্দিন আবলু, সহ-সভাপতি আবুল কাশেম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান, ইয়ানুসসহ মসজিদ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের জমিতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিদ্যালয়ের মসজিদ সংলগ্ন জমি দখল করেছে।

বিদ্যালয়ের ১০ তলা ভবনের জন্য নির্ধারিত স্থান ও প্রধান শিক্ষকের ক্যাম্পাসের এলাকাও দখল করে টিন দিয়ে ঘিরে নিয়েছে।

শুধু ঘিরে নিয়েই ক্ষান্ত হননি ওই চক্রটি, দখল করে ঘিরে নেয়া সেই জমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট করে মসজিদের সীমানা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ায় প্রধান শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা খোরশেদা আলম অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবর দখল হওয়া জায়গা উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়ে একটি পত্র পাঠিয়েছেন।

সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে আজ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক এ এস এম আব্দুল খালেক সরেজমিনে তদন্ত করেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে মসজিদটি স্থাপন হলেও সেখানে প্রধান শিক্ষককে কমিটির নামে মাত্র সভাপতি রেখে সকল ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করেন কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যরা।

এছাড়া ওই কমিটির সদস্যরা কর্তপক্ষকে না জানিয়ে মসজিদের টয়লেট

নির্মাণ করে জোর করে অতিরিক্ত জায়গা দখল করেছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মসজিদ কমিটির ওই সকল সদস্যরা তদন্তকারীর সামনে প্রধান শিক্ষক যখন বলছিলেন, আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে ইট পর্যন্ত পাহারা দিয়ে থাকি।

এসময় এসএম আকিব নামের এক যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধান শিক্ষককে বলেন “আপনি তো স্কুলে থাকেন না, ইট পাহারা দিলেন কখন? তদন্ত কমিটির প্রধানের সামনেই প্রধান শিক্ষককে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে স্কুলের গাছ, কাঠসহ অন্যান্য উপকরণের খোঁজ নেন তারা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, উপপরিচালক স্যার তদন্ত করেছেন। তবে কোন সিদ্ধান্ত জানাননি। সিদ্ধান্ত পরবর্তিতে জানাবেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের মসজিদ কমিটির নিয়ে বিড়ম্বনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, সরকারি স্কুলের মসজিদের স্টিয়ারিং প্রভাবশালীদের হাতে” শিরোনামে গত ২৫ জুন মেহেরপুর প্রতিদিনে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর মসজিদ কমিটির ওই সদস্যরা প্রধান শিক্ষককে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকিও দেন।

এ সংক্রান্ত সংবাদ পড়ুন সরকারি স্কুলের মসজিদের স্টিয়ারিং প্রভাবশালীদের হাতে

মুজিবনগরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ সুমন আলী আটক

৪ গ্রাম হেরোইনসহ সুমন আলী সর্দার (২৬) নামের এক মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। রবিবার দিবাগত মধ্যরাতে সুমনের বাড়িতে পুলিশের একটি ইউনিট অভিযান চালিয়ে তাকে এই হেরোইনসহ গ্রেফতার করে।

সুমন সর্দার মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শুকুর আলী সর্দারের ছেলে। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে মুজিবনগর থানার উপপরির্দশক (এসআই) মোমিনুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে হেরোইনসহ আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী রাসেল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আটক সুমন আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আজ সোমবার (৮ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের স্মৃতিচারণ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরের ধোপাখালীতে প্রথমবারের মতো ১৯৭১ সালের ৭ আগস্ট মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে।

রোববার সকালে উপজেলা প্রশাসন জীবননগর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে শহীদের স্বরণে এই স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর আগে ধোপাখালীতে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়।

স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের প্রশাসক মো. আরিফুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

দৈনিক জনতার ইশতেহারের জেলা প্রতিনিধি আতিয়ার রহমানের সঞ্চালনায় এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আউয়াল হোসেন, দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, নাগরিক টিভির জেলা প্রতিনিধি হুসাইন মালিক, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক এস এম ওসমান, সাবেক সাধারন সম্পাদক চন্ছল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, ইকরামুল হক পিপুল,রিফাত,ইমতিয়াজ রয়েল, আলী আজগর সোনাসহ আরো অনেকে।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন হিজলগাড়ি প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক সকালের সময়ের জেলা প্রতিনিধি শামীম রেজা, দামুড়হুদা প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর, সাংবাদিক ওসমান, হারুন রাজু, শরীফ রতন, মেহেদি মিলন, সাংবাদিক জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ২ ফিলিং ষ্টেশনে তেল কম দেওয়ায় ২ মালিককে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা ফিলিং ষ্টেশন ও লোকনাথপুর ফিলিং স্টেশনের ২ মালিককে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রোববার দুপুর ২টার দিকে অভিযান চালায় দামুড়হুদা ফিলিং ষ্টেশনে। এ সময় চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ তেলের পরিমান কম দেওয়ায় তেল পাম্পের মালিক সাজাহানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

পরে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর কে এম ফিলিং ষ্টেশনে অভিযান চালিয়ে তেল কম দেওয়ায় পাম্প মালিক মাহফুজর রহমান মনজুকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। এ রায় দেন অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

অভিযান সূত্র জানায়, দুপুরে উপজেলার লোকনাথপুরে মেসার্স কেএম ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালানো হয়। তেলের পরিমাণ কম দেওয়ার অপরাধে ওই ফিলিং স্টেশনের মালিককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মেসার্স দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনকে আমদানিকারকের ট্যাগ ও মূল্যবিহীন মবিল বিক্রয়ের অপরাধে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।এ অভিযানে দামুড়হুদা থানা পুলিশের একটি টিম সার্বিক সহযোগীতা করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলার আসামি আমঝুপি গ্রামের আব্বাছ আলীর ছেলে রাইহান আলী, থানার মামলা নং ১১, ফেনসিডিল মামলার আসামি খোকশা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে টনিক(৩৫), হেরোইন মামলা নং ১৩, তারিখ ৬/৮/২০২২ এর আসামি মোনাখালি গ্রামের দিন মহাম্মদের ছেলে ইন্নাত আলী, হাজিরুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন, মামলা নং ১৩, তারিখ ০৬-০৮-২২ এর আসামী দারিয়াপুর গ্রামের মুন্না আযমের ছেলে সাব্বির আহম্মেদ ও হেরোইন বিক্রির অভিযাগে পুলিশের দায়ের করা মামলা নং ১২, তারিখ ০৬/০৮/২০২২ এর আসামি আমদহ গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে সবুজ হোসেন।নিজস্ব প্রতিবেদক:

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক ইউনিট শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হয়েছে বলে আদালত অভিমত ব্যক্ত করেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা অনুযায়ী মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে সাজা প্রদান করে কারাগারে প্রেরণ করেন।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের আইনজীবী এহান উদ্দীন মনা বলেন, এ ধরণের যুগান্তকারী রায় মিথ্যা মামলা বন্ধে ভুমিকা রাখবে।

এর ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে আইন আদালতের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা বাড়বে। মিথ্যা মামলার ফলে হয়রানি থেকেও নিরীহ মানুষ মুক্তি পাবে।